কলকাতায় মহিষবাথানের (চব্বিশ পরগণা) লবণ সত্যাগ্রহের প্রভাব

পুষ্পরঞ্জন সরকার

বিগত শতকের তিরিশের দশকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম উপরণ ছিল লবণ সত্যাগ্রহ, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও বণিক স্বার্থে ভারতে দেশীয় মানুষের লবণ তৈরি ব্রিটিশ সরকার আইন বিরুদ্ধ করে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে (১৯৩০) বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কাঁথির মতো তৎকালীন অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার মহিষবাথান গ্রাম সাড়া জাগায়। মহিষবাথান গ্রামটি কলকাতার নিকটবর্তী লবণ হ্রদ সংলগ্ন। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত। এই লবণ হ্রদকে কেন্দ্র করে Salt Lake City বা বিধাননগর গড়ে উঠেছে।

লবণ হ্রদের নোনাজল ছিল লবণ তৈরির উপকরণ। স্থানটি কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের এখানে সহজে এবং স্বল্প সময়ে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। মেদিনীপুর জেলা বাংলার লবণ সত্যাগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হলেও মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহের বিশেষ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়।[১]

চব্বিশ পরগণা কংগ্রেস কমিটি মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৫ সালে ৭ই মার্চ গান্ধীজী ডান্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ হলে এখানেও লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সেই সময়ে বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে উপদলীয় বিরোধ থাকায় গান্ধীজী বাংলায় তাঁর একান্ত অনুগামী সতীশ দাশগুপ্তকে মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার মুল দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিতে সাহায্য করেছিলেন স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক ও স্থানীয় 'চারণ কবি' বলে পরিচিত অভিমন্যু মণ্ডল।[২]

লবণ সত্যাগ্রহের ডাকে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলী থেকে দুটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী দল মহিষবাথানে উপস্থিত হয়। লবণ হ্রদের নোনাজল ফুটিয়ে ও ফিল্টার করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির মধ্যে 'বেআইনী' লবণ প্রস্তুত করা শুরু হয়।[৩]

কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। একটি এলগিন রোড-উডবার্ন পার্কে শরৎ চন্দ্র বসুর বাড়ি, অপরটি কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের নিকটে কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন স্থানে। মহিষবাথানের তৈরি লবণ কলেজ স্ট্রিটে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের কেন্দ্রে জমা হত।

মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলে প্রথম দিনেই পুলিশ লবণ সত্যাগ্রহী লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক ও রাইচাঁদ দুগারকে গ্রেপ্তার করেন। এরাই বাংলার প্রথম লবণ সত্যাগ্রহী যাদের ব্রিটিশ সরকার লবণ আইন ভঙ্গে প্রথম গ্রেপ্তার করেন।

মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলে কলকাতায় প্রচণ্ড উদ্দীপনা শুরু হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। উল্লেখ আছে যে, সুভাষচন্দ্র বসুও গোপনে এই স্থানটি পরিদর্শন করেন ও সত্যাগ্রহীদের উৎসাহিত করেন।

কাশীপুর-বরাহনগর অঞ্চলের সৎচাষি পাড়া থেকে কংগ্রেসের তরুণ স্বেচ্ছাসেবী দল মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা দমদম রোড, যশোহর রোড হয়ে শ্যামনগর রোডের মধ্য দিয়ে মহিষবাথান অভিমুখে রওনা হন। কৌতূহলী জনতার কাছে মহিষবাথান গ্রামের নাম ও মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহের কথা ছড়িয়ে পড়ে। কেষ্টপুরের পথিপার্শ্বে জনতা বন্দেমাতরম ধ্বনি ও মাল্যদানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধিত করে। মহিলারা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তাদের সম্বর্ধিত করেন। উত্তরের সোদপুর অঞ্চল থেকে গান্ধীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সতীশ দাশগুপ্তের অনুগামী একটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী দল মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে যাত্রা করেন।

কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের একাংশ মহিষবাথানের তৈরি লবণ শ্যামবাজার-শোভাবাজার অঞ্চলে 'পুরিয়া' করে প্রকাশ্যে বিক্রয় করে গ্রেপ্তার বরণ করতেন। জাতীয় সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কলকাতাবাসী অনেকেই মহিষবাথানের লবণের 'পুরিয়া' সঙ্গে রাখতে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

কলেজ স্ট্রিটের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের দপ্তরে মহিষবাথানের তৈরি লবণ জমা হত। এখানে সের দরে বা 'পুরিয়া' হিসাবে ক্রয় করে বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীরা মহিষবাথানের লবণ তাদের জেলায় নিয়ে যেতেন।[৪]

বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া. বীরভূম এমন কি পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুরের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা কলেজ স্ট্রিট কংগ্রেস ক্যাম্প থেকে মহিষবাথানের তৈরি বে-আইনী লবণ ক্রয় করে তাদের জেলায় লবণ আইন ভঙ্গ করতেন। লবণ বিক্রয়ের মাধ্যমে তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিতেন ও গ্রেপ্তার বরণ করতেন।

আইন অমান্য আন্দোলনে কলকাতায় মহিষবাথানের লবণ আন্দোলন এক অতি পরিচিত উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা নিয়মিতভাবে মহিষবাথানে এসে বে-আইনি লবণ তৈরি করতেন। কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মহিষবাথানের তৈরি লবণের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। আনন্দবাজার, যুগান্তর, লিবার্টি ও অন্যান্য স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহের ঘটনাবলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হত।[৫]

সর্বভারতীয় লবণ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা ছিল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার মধ্যে কলকাতা ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পিকেটিং, সরকার নিষিদ্ধ পুস্তক, ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতি কলকাতায় আইন অমান্যের উপকরণ হলেও মহিষবাথানের তৈরি বে-আইনি লবণ বিক্রয় করে ব্রিটিশ আইন ভঙ্গ করা কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের মুখ্য উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাশীপুর, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, কলেজ স্ট্রিট, ভবানীপুর, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কংগ্রেসসেবীদের কাছে মহিষবাথানের তৈরি লবণের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। অখ্যাত গ্রাম মহিষবাথানের এটা ছিল এক বড়ো সার্থকতা।[৬]

লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে অখ্যাত মহিষবাথান জাতীয়তাবাদী/আইন অমান্য আন্দোলনে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।[৭] ধীবর-কৃষক অধ্যুষিত অনুন্নত ও অবহেলিত মহিষবাথান স্বাদেশিকতার এক নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। মহিষবাথানকে অনুসরণ করে নিকটবর্তী তে-ঘরিয়া, অর্জুনপুর ও রাজারহাটে আইন অমান্য আন্দোলন বা লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। মহিষবাথানের গণচেতনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালিকাপুর (ক্যানিং), নীলা, ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ওই সব অঞ্চলে লবণ সত্যাগ্রহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক আইন অমান্য আন্দোলনে মহিষবাথানের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে কলকাতার আইন অমান্য আন্দোলনকে সচল রাখতে বা তীব্রতা বৃদ্ধি করতে মহিষবাথান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

সূত্র-নির্দেশ ঃ

১। ভুপেশ কুমার প্রামাণিক, লবণ হ্রদের উপকথা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ-৩৫।

২। বসন্ত কুমার বিশ্বাস, অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান, মহিষবাথান, ১৯৮৩, পৃঃ-২০।

৩। Liberty (Daily Newspaper) Calcutta. March 8, 27.28. April 2, 6, 8, 9, 1, 25, 1930.

৪। সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, এন.বি.এ. ১৯৮৫।

৫। মনোরঞ্জন রায়, পরায়ত্তপরগনা কথা ঃ চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ডায়মন্ড হারবার, ১৯৯৪, পৃঃ ২৭৬।

৬। The Mussalman (Weekly Journal), Calcutta, 8th April, 1930,5p

৭। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ-২৭।